শ্রমিক নিরাপত্তা ফোরাম- এসএনএফ

সচিবালয় :বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-বিল্‌স
বাড়ি- ২০, সড়ক- ১১ (৩২ পুরাতন) ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯ ফোন: ৯১২০০১৫, ফ্যাক্স: ৫৮১৫২৮১০,
ইমেইল: snf.safework@gmail.com

রানা প্লাজা ধসের ৬ বছর স্মরণে কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকের অধিকার ও নিরাপত্তা প্রসঙ্গে

শ্রমিক নিরাপত্তা ফোরাম-(এসএনএফ) এর

সংবাদ সম্মেলন

তারিখ: ২৩ এপ্রিল ২০১৯; স্থান: ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ,

দেখতে দেখতে ৬ বছর পেরিয়ে গেল। ২০১৩ সালের ২৪ এপ্রিল। শিল্পক্ষেত্রের ইতিহাসে অন্যতম একটি শোকাবহ দিন। সাভারে অবস্থিত রানা প্লাজা ধ্বসে পড়লো। মুহূর্তে চাপা পড়লো হাজার হাজার মানুষ। সে মানুষেরা শ্রমজীবী। অধিকাংশই নারী শ্রমিক। গার্মেন্টস শ্রমিক। জীবিত এবং মৃত মানুষ চাপা পড়ে ছিল ভবনের নীচে। প্রাণ হারালো ১,১৩৫ জন এবং পরে আরো একজন। ধ্বংসস্তুপ থেকে ফিরে আসলো ২,৪৩২ জন। এদের কেউই অক্ষত ছিল না। চিরতরে পঙ্গুত্ব বরণ করতে হয়েছে অনেককে। এখন আমরা আর তাদের খোঁজ করিনা। খবর জানিনা। যাহোক, বেঁচে যাওয়া সে শ্রমিকেরা এখন কেমন আছেন? যারা নেই তাদের পরিবারই-বা কেমন আছেন? তাদের সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কোন তথ্য নেই।

কর্মক্ষেত্র দুর্ঘটনা থেমে নেই

সেইফটি এন্ড রাইটস সোসাইটির সংবাদপত্র ভিত্তিক জরিপ থেকে দেখা গেছে ২০১৪ সালে নিহত হয়েছে ৩২০ জন শ্রমিক, ২০১৫ তে ৩৭৩ জন, ২০১৬ তে ৩৮২ জন, ২০১৭ তে ৪৩৭ জন, ২০১৮ তে ৫৯৩ জন এবং ২০১৯ এর ২০ এপ্রিল পর্যন্ত ১৬৮ জন। এছাড়া, চলতি বছরের শুরুতেই গত ২০ ফেব্রুয়ারি বুধবার রাতে পুরান ঢাকার চকবাজারের চুড়িহাট্টায় ভয়াবহ অগ্নিকান্ডে ৭১ জন নিহত এবং ৪১ জন আহত হন যার মধ্যে নিহত শ্রমিক ২৭ জন। ২৮ মার্চ বনানীর কামাল আতাতুর্ক অ্যাভিনিউর পাশে ১৭ নম্বর সড়কে এফ আর টাওয়ারের ভয়াবহ আগুনে ঘটনাস্থলে ২৫ জন ও হাসপাতালে একজন নিহত হয় এবং আহত হয়েছেন আরও ৭৩ জন। দিন দিন অগ্নি দুর্ঘটনার হার বাড়ার সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে মৃত্যুর মিছিল, শ্রমজীবি মানুষের নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য ঝুঁকি বেড়েই চলেছে। তাদের জন্য বিশেষ হাসপাতালের প্রয়োজন, নিরাপত্তার জন্য বিশেষ বিধান এবং সে বিধান প্রয়োগের জন্য বিশেষ উদ্যোগ প্রয়োজন। আহত শ্রমিক ও নিহত শ্রমিক পরিবারের জন্য পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

রানাপ্লাজা দুর্ঘটনা পরবর্তী অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ছিল শ্রম আইন সংশোধন। বিশেষ করে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রে। কিন্তু দুর্বলতা রয়েগেছে অনেক। পরিবর্তন দরকার আরও অনেক কিছুর। শ্রমিকের সংজ্ঞা থেকে শুরু করে, সামাজিক বীমা, নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবার বিধান, কর্মক্ষেত্র দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণের পরিমাণ বৃদ্ধি ও ন্যূনতম মানদন্ড নির্ধারণ, শ্রমিকের অসৎ আচরণ সম্পর্কিত বিধি-বিধান এবং অবাধ ট্রেড ইউনিয়নের সুযোগ-সুবিধার বিধান আরো সুনির্দিষ্টভাবে অন্তর্ভূক্ত হওয়া দরকার। অধিকন্তু, কর্মসংক্রান্ত দুর্ঘটনায় আহতদের পুনবাসনের বিধানও শ্রম আইনে অন্তর্ভূক্ত হওয়া দরকার। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে শ্রমিকের অংশগ্রহণ ছাড়া শ্রম পরিবেশ কখনো উন্নত হয় না। শ্রমিক স্বার্থও সংরক্ষণ করা যায় না।

বড় প্রশ্ন হলো কর্মরত শ্রমিকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে অর্থায়নের মূল দায়িত্ব নেবে কে? ফ্যাক্টরি পরিদর্শনের ফলে যেসব ত্রুটি ধরা পড়েছে তা কত সময়ের মধ্যে সমাধান করা হবে? এমন আরও প্রশ্ন। যার উত্তর আমাদের জানা নেই। কিন্তু বিহিত করতে হবে। না হয় সামনে পড়তে হবে আরও জটিল অবস্থায়। জাতীয় ক্ষেত্রে আলোচনার পথ প্রশস্ত করে আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ডগুলোকে জবাবদিহি করার মধ্য দিয়ে 'বৈশ্বিক

সচিবালয় :বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-বিল্‌স
বাড়ি- ২০, সড়ক- ১১ (৩২ পুরাতন) ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯ ফোন: ৯১২০০১৫, ফ্যাক্স: ৫৮১৫২৮১০,
ইমেইল: snf.safework@gmail.com

জবাবদিহিমূলক সরবরাহ ব্যবস্থা কাঠামো' (Global Accountability Framework) গড়ে তুলতে হবে, যার মধ্য দিয়ে তৈরী হতে পারে মালিক, শ্রমিক, সরকার সর্বোপরি আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ডগুলোর দায়বদ্ধতা।

আর্থিক সহায়তা

নিহত ও নিখোঁজ শ্রমিকদের পরিবার ও আহত শ্রমিকসহ সর্বমোট ৬,৩২৫ জনের মধ্যে ২,৬১৮.৭২ মিলিয়ন টাকা বা ৩৪.১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করা হয়, যার মধ্যে রানা প্লাজা ক্লেইমস এডমিনিস্ট্রেশন (আরপিসিএ) প্রদান করে ১৮.৪৭ মিলিয়ন, প্রাইমার্ক ১২.৪৯ মিলিয়ন এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তহবিল থেকে প্রদান করা হয় ৩.০৫ মিলিয়ন ডলার। আরপিসিএ থেকে বিভিন্ন কিস্তিতে প্রত্যেক আহত শ্রমিক সর্বনিম্ন ১০৫,০০০ টাকা এবং নিহত বা নিখোঁজ শ্রমিকের পরিবার পেয়েছে ১,০৫০,০০০ টাকা। ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিক ও তাদের পরিবারের স্থায়ী পুনর্বাসন, আহতদের দীর্ঘমেয়াদী চিকিৎসা ও মানসিক ট্রমা থেকে মুক্ত করার জন্য আরও সহযোগিতা প্রয়োজন, কেননা ক্ষয়ক্ষতির তুলনায় উল্লেখিত সহায়তা অপর্যাপ্ত এবং অনেক ক্ষেত্রেই প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিক ও পরিবার ন্যায়সঙ্গত ক্ষতিপূরণ পাননি।

আদালতে চলমান মামলাসমূহ

২০১৩ সালের রানা প্লাজা ধসের এ ভয়াবহ হত্যাযজ্ঞের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মোট ১৪টি ফৌজদারী মামলা (১১টি ঢাকার প্রথম শ্রম আদালতে, ২টি সাভার থানায় ও ১টি মূখ্য বিচারিক হাকিম আদালতে), ০১টি দেওয়ানী মামলা ও মহামান্য হাইকোর্টে ০৪টি রীট মামলার উদ্ভব হয়।

১৪টি ফৌজদারী মামলা

দুর্ঘটনার নোটিশ প্রদানে ব্যর্থতা ও বিপদজনক পরিণতি সংক্রান্ত আইন লংঘনের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর হতে ঢাকার প্রথম শ্রম আদালতে ১১টি ফৌজদারী মামলা দায়ের করা হয়, যার মধ্যে ০৪টি মামলায় অভিযোগ শুনানীর সময়ে আসামীদেরকে অব্যাহতির আদেশ প্রদান করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট ০৭টি মামলায় গ্রেফতারী পরোয়ানা তামিল সংক্রান্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য বিচারাধীন আছে।

The Building Construction Act, 1952 অমান্য ও অবহেলাজনিত মৃত্যুর কারনে ভবনের মালিক, সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলী ও ঘটনার সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে রাজউক কর্মকর্তা কর্তৃক ০১টি এবং সাভার মডেল থানার কর্মকর্তা কর্তৃক ০১টি মোট ০২টি মামলা সাভার মডেল থানায় এবং রানা প্লাজা ধ্বসে নিহত একজন শ্রমিকের স্ত্রী কর্তৃক অপর ফৌজদারী মামলাটি ঢাকার মূখ্য বিচারিক হাকিম আদালতে দায়ের করা হয়। বর্তমানে The Building Construction Act, 1952- এর অধীনে দায়েরকৃত মামলাটি ঢাকার অতিরিক্ত মুখ্য বিচারিক হাকিম আদালতে এবং অপর ০২টি মামলা একত্রে ঢাকার দায়রা জজ আদালতে বিচারাধীন আছে।

১টি দেওয়ানী মামলা

ক্ষতিপুরণ আদায়ের জন্য নিম্ন আদালতে দেওয়ানী মোকদ্দমা এবং উচ্চ আদালতে রীট আবেদন নিহত একজন শ্রমিকের নির্ভরশীলগণ ক্ষতিপুরণ আদায়ের জন্য ঢাকার দ্বিতীয় যুগ্ম জেলা জজ আদালতে একটি অর্থ মোকদ্দমা দায়ের করে (দেওয়ানী মোকদ্দমা নং- ৩৩/২০১৩, পরবর্তী নং- ১১৩/২০১৭), যা বিগত ২৫ অক্টোবর ২০১৮ইং তারিখে একতরফা শুনানীর দিনে বাদীপক্ষের অনুপস্থিতিতে খারিজ হয়।

৪টি রিট মামলা

মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে বিচারাধীন ৪টি রীট আবেদন একত্রে শুনানীর জন্য উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে একজন প্রতিপক্ষ সার্ভিস চার্জ পরিশোধের জন্য সাউথ ইস্ট ব্যাংককে যথাযথ নির্দেশনা প্রদানের প্রার্থনায় মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে একটি দরখাস্ত করে। উক্ত দরখাস্তের বিরুদ্ধে ব্লাস্ট হতে লিখিত জবাব দাখিল করা হয়। পরবর্তীতে দরখাস্তটি শুনানী অন্তে মহামান্য আদালত না-মঞ্জুর করেন। বর্তমানে রীট আবেদন সমূহ শুনানীর পর্যায়ে বিচারাধীন আছে।

শ্রমিক নিরাপত্তা ফোরাম- এসএনএফ

সচিবালয় :বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-বিল্‌স
বাড়ি- ২০, সড়ক- ১১ (৩২ পুরাতন) ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯ ফোন: ৯১২০০১৫, ফ্যাক্স: ৫৮১৫২৮১০,
ইমেইল: snf.safework@gmail.com

আহত শ্রমিকদের বর্তমান অবস্থা

একশনএইড বাংলাদেশ কর্তৃক রানাপ্লাজা দুর্ঘটনায় আহত ২০০ শ্রমিকের ওপর পরিচালিত জরিপে ২০.৫ শতাংশ শ্রমিক জানিয়েছে তাদের শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়েছে, ৫১ শতাংশ বলেছেন তাদের অবস্থা কোনরকম স্থিতিশীল আছে এবং ২৮.৫ শতাংশ বলেছেন তাদের অবস্থা সম্পূর্ণ স্থিতিশীল। উক্ত জরিপে আরো দেখা যায় ৫১ শতাংশ শ্রমিক কোন কাজ করছে না কারণ এদের মধ্যে ৭৪ শতাংশ শারীরিকভাবে বিপর্যস্ত এবং বাকিরা মানসিকভাবে।

প্রিয় বন্ধুগণ

শ্রমিক নিরাপত্তা ফোরাম চায় দেশের প্রতিটি কর্মক্ষেত্র শ্রমিকের জন্য যেন নিরাপদ হয়। কোন বাবা-মাকে যেন সন্তান হারাতে না হয় আবার কোন সন্তানকে যেন বাবা-মা হারাতে না হয়। আমরা মনে করি, শ্রম সম্পর্কিত বিষয়ে যেমন সুনির্দিষ্ট/সুন্দর আইন থাকা দরকার, সে আইন বাস্তবায়নে সরকারের নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষেরও যথাযথ ভূমিকা পালন করা দরকার। তাই আজকের এ সংবাদ সম্মেলন থেকে আমরা নিম্নবর্ণিত দাবীসমূহ তুলে ধরতে চাই:

- রানা প্লাজা ও তাজরীণ সহ সারাদেশের বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিক ভাইবোন ও তাদের পরিবারের সদস্যদের আইএলও কনভেনশন ১২১ এবং মারাত্মক দুর্ঘটনা আইন ১৮৫৫-এর ভিত্তিতে শ্রমিকদের সারা জীবনের আয়ের ক্ষতির ভিত্তিতে ও বিভিন্ন দুর্ঘটনায় আদালতের আদেশে প্রদত্ত ক্ষতিপূরণের বিবেচনায় ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। এ লক্ষ্যে ক্ষতিপূরণের একটি জাতীয় মানদন্ড তৈরী করতে হবে।
- বিচারাধীন মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে এবং দায়ীদের উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করতে হবে।
- আহত ও ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন নিশ্চিত করতে হবে।
- সকল শ্রমিকের জন্য বীমা সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে।
- নির্মাণ, রাসায়নিক, ইঞ্জিনিয়ারিংসহ ঝুঁকিপূর্ণ কর্মক্ষেত্রসমূহ পরিদর্শনে দেশব্যাপি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা বা ঝটিকা পরিদর্শন ব্যবস্থা চালু করতে হবে এবং সবার জন্য নিরাপদ কর্মস্থল নিশ্চিত করতে পরিদর্শন ব্যবস্থাকে জোরদার করতে হবে।
- পেশাগত স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করতে প্রতিটি হাসপাতালে বিশেষ ইউনিট ও বিশেষায়িত হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং সকল শ্রমিককে বীমার আওতায় আনার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
- কর্মক্ষেত্রের সকল দুর্ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও জড়িত দায়ীদের দ্রুত বিচার নিশ্চিত করতে হবে। ভবিষ্যতে এ ধরনের দুর্ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে দুর্ঘটনার অবহেলাজনিত বা অন্যান্য সকল কারণ নির্ণয় করতে হবে, তদন্ত রিপোর্ট জনসম্মুখে প্রকাশ করতে হবে।
- বর্তমান শ্রম আইন সংশোধন করে সকল শ্রমিককে শ্রম আইনের অন্তর্ভুক্ত করে তাদের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে এবং নিরাপত্তা সংক্রান্ত জাতীয় সংস্কৃতি গড়ে তোলার উদ্যোগ নিতে হবে।

আপনাদের সকলের সহযোগিতায় বাংলাদেশের প্রতিটি কর্মক্ষেত্র নিরাপদ হবে এ আশাবাদ ব্যক্ত করছি।
ধন্যবাদ